The
Message
www.themessagecanada.com

VOLUME 4, ISSUE 3 SEP-OCT, 2010

Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

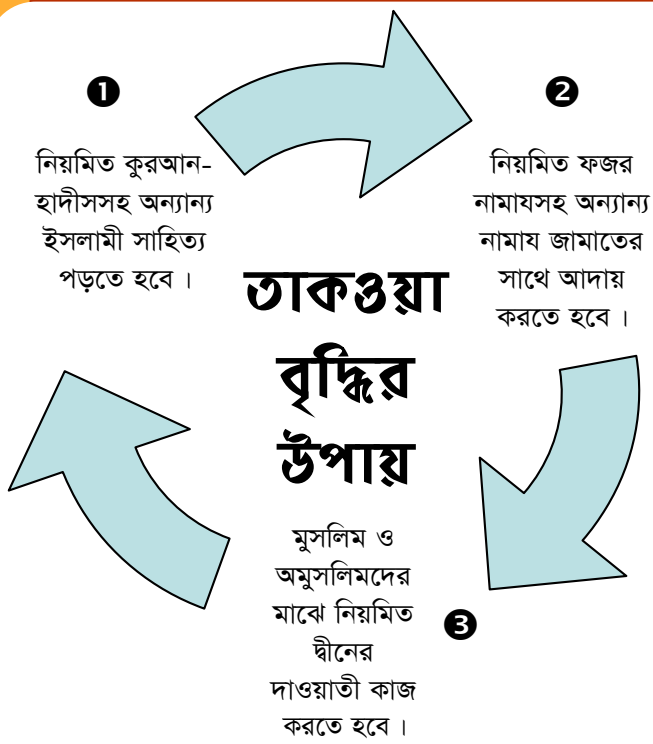

যে ব্যক্তি এই তিনটি কাজ নিয়মিত করবে, ইন্‌শাআল্লাহ তার তাকওয়ার মান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এবং যে এই কাজগুলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য নিমমিত করে যাবে, তার জীবনে থাকবে না কোন অশান্তি, থাকবে না কোন দুঃখ, ইন্‌শাআল্লাহ। এই তিনটি কাজই প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ ইবাদত।

১) দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।
২) প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা ফরজ ।
৩) সার্বক্ষণিক দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা প্রত্যেকটি মুমিনের জন্য ফরজ।

এছাড়া আপনার জীবনে যদি থেকে থাকে হতাশা তাহলেও এই তিনটি কাজ হচ্ছে হতাশা দূর করার মহৌষধ। এই তিনটি কাজ আজ থেকে নিয়মিত শুরু করুন দেখবেন আপনার জীবন থেকে হতাশা নামক রোগটি দূর হয়ে গেছে।

From the Qur'an:

📖 "মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।"
[সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯]

From the Hadith:

📖 "ধন-সম্পদ ও পার্থিব অন্যান্য বস্তুর প্রাচুর্য ও আধিক্য প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়, বরং মনের ঐশ্বর্যই বড় ঐশ্বর্য।"
[সহীহ মুসলিম]

সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দৃষ্টি রাখি

আপনার সন্তানদের স্কুল-কলেজে পড়ুয়া বন্ধু-বান্ধবদের দিকে দৃষ্টি রাখার আগে তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দিন। তাদের বন্ধুরা হয় তাদের চাইতে ছাত্র হিসেবে ভাল হবে অথবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে উন্নত হবে। সন্তানগণ যদি এ নীতিতে একমত হয় তাহলে আপনার মাথাব্যথা কিছুটা কমে যাবে বৈ কি! একটি বাস্তবতা পিতামাতাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সন্তানগণ সবসময় তাদের বন্ধুদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দিতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা পিতামাতার চাইতে বন্ধুকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। তারা সবসময় বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। ক্ষেত্রবিশেষে বখাটে বন্ধুদের পক্ষ হয়ে সন্তানগণ পিতামাতার নির্দেশ ও উপদেশ অমান্য করে।

কিছু বিষয় আছে যে সম্পর্কে আপনাকে অধিকতর সতর্ক হতে হবে। আপনার যাবতীয় প্রচেষ্টার পরও যদি সন্তান ঠিক না হয় তাহলে কিছু করার নেই। কিন্তু চেষ্টা-তদবীর করে যাওয়া আপনার উপর অবশ্যকরণীয়। সন্তানদের বন্ধুরা যেন মাঝে মাঝে বাসায় আসতে পারে সে ব্যবস্থা রাখুন। বন্ধুদের বাসায় আসার দরজা যদি বন্ধ করেন তাহলে আপনার সন্তান বিকল্প খুঁজে একেবারে অন্ধকারে চলে যাবে। অর্থাৎ আপনি কিছুই জানবেন না সে কি ধরনের বন্ধুদের সাথে চলে, বন্ধুরা মিলে কি ধরনের তৎপরতা চালায় ইত্যাদি।

ভেতরের পাতায়

১০ বছর বয়স থেকে আপনার সন্তানের উপর নামায ফরজ .	2	**একজন নারী ও পুরুষের চরিত্র কেমন হবে ? ....**	5
আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন	2	**শিশু শিক্ষা ....**	6
ক্যানাডার কিছু বাস্তব চিত্র	3	**নিজেদের মধ্যে দলাদলি না করার প্রয়োজনীয়তা....**	7
৪০ টি প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করুন	4	Toronto Islamic Centre for your Solution	8

আমি কি জানি ?
১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর নামায ফরয

রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

Law of the Land অর্থাৎ আপনি যে দেশে থাকেন আপনাকে সেই দেশের আইন অবশ্যই মানতে হবে। তাই ক্যানাডার আইন অনুযায়ী আপনি আপনার সন্তানের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না। হাত না তুলেই তাদেরকে সঠিক ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিয়ে আসুন।

আপনার সন্তানদের ছোটকাল হতে নামায ও মাসয়ালা শিক্ষা দিন। আল-কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন। কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে সঠিক মানের শিক্ষক রেখে ছোট থাকতেই সন্তানদের ভিত্তি গড়ে তুলুন। বয়স বেড়ে গেলে এগুলি আর কখনো শেখা হবেনা। তাই আপনি বিদেশে বসেই এ বিষয়গুলির উপর জোর দিন।

নামাযের ব্যাপারে নিজ ঘরে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আপনার পিতা, ছোট ভাই, বড় ভাই, আপনার সন্তান ইত্যাদি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের একযোগে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাবার অনুরোধ করুন। এর গুরুত্ব তুলে নসিহত করুন। আপনার কর্তৃত্ব বা অথরিটি আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। এ অথরিটির সুব্যবহার নিশ্চিত করুন।

আপনার অধীনদের সকলকে নামায আদায়ের ব্যাপারে আপনাকে সকল ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ছাড় দেবেন না। বিশেষ করে আপনার সন্তানদের নামাযের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। যে সন্তানকে আপনি লালনপালন করলেন, যাকে সকল কিছুর সেরাটাই যোগান দিয়ে বড় করেছেন, সে সন্তান আপনার বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিন মামলা ঠুকে দেবে। নালিশ করবে এই বলে যে আমার আব্বা আমাকে দ্বীনের ফরজ-ওয়াজিব শিখাননি। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলি যদি তাকে ছোট বেলাতেই না শেখান তাহলে আপনার এ অপরাধের জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

"তারা একে অপরকে দেখতেপায়– এমনভাবে তাদেরকে রাখা হবে। অপরাধী ইচ্ছা করবে যে, আযাব থেকে বাঁচার জন্য তার সন্তানকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার ঐ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে, যে তাকে আশ্রয় দিত এবং দুনিয়ার সবাইকে সে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে, যেন এ তদবির তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়।" (সূরা আল মায়ারিজ ঃ ১১-১৪)।

এই হলো পরকালের বিষয়াদি। আপনি পিতা হয়ে যদি সন্তান বন্ধক রেখে মুক্তি চাইতে পারেন তাহলে কিভাবে চিন্তা করেন এ-সন্তান তার বৈধ পাওনা পূরণে খামখেয়ালির জন্য আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না? সুতরাং সন্তানের আবেগের বশবর্তী হয়ে জীবন পরিচালনা করবেন না।

আপনার সন্তানের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঈমানী প্রয়োজন পূরণেও আপনাকে সমান ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার চাইতে বরং কিভাবে সৎ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় তার দিকে নজর দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

স্বামী-স্ত্রী আপনারা দুজনেই নামাযে নিয়মিত হয়ে যান। আপনার স্ত্রীকে পরামর্শ দিন কিভাবে সন্তানদের নামাযের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী করা যায়। প্রথমে তাদের নরমভাবে বুঝান। সন্তানদের বেশী বেশী কঠোরতা ও উচ্চ কণ্ঠে কিছু বলবেন না। তাদের সাথে মোলায়েম ও ভাব গম্ভীরভাবে কথা বলুন। নামাযের ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। কাজ না হলে মৃদু হুমকি দিন। বলুন যারা ফজরের নামায সূর্য উঠার আগে পড়তে পারবেনা তাদের জন্য সকালের নাস্তা কমিয়ে দেয়া হবে ও পর্যায়ক্রমে তুলে দেয়া হবে অর্থাৎ বেনামাযীর জন্য কোন নাস্তা তৈরী হবে না। দয়া করে কঠোর কথা বলবেন না। এতে উল্টো ফল আসতে পারে। মানুষকে বুঝিয়ে বললে তা কার্যকর হয় বেশী।

আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন

কুরআনে আল্লাহ আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁর বান্দা তাঁকে ডাকলে সেই ডাকে তিনি সাড়া দেন। এবার দেখুন।

১) সূরা মু'মিন (৪০), আয়াত ৬০ঃ তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

২) সূরা মু'মিন (৪০), আয়াত ৬৫ ঃ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা তাকেই ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

৩) সূরা নামল (২৭), আয়াত ৬২ ঃ তিনি আর্তের (বিপদগ্রস্তের) ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তাদের বিপদাপদ দূরীভূত করেন।

৪) সূরা শূরা (৪২), আয়াত ২৬ ঃ তিনি মু'মিন ও সৎ আমলকারীদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ (ফজল) বৃদ্ধি/বর্ধিত করেন।

৫) সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৫২ ঃ তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

৬) সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৬ ঃ আমি তো নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই।

৭) সূরা হুদ (১১), আয়াত ৬১ ঃ নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে আছেন, তিনি ডাকে সাড়া দেন।

৮) সূরা আ'রাফ (৭), আয়াত ৫৬ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

তাই নিরাশ হবেন না, ধৈর্যধারণ করুণ এবং আল্লাহকে ডাকতে থাকুন আপনার বিপদে-আপদে, সুখের সময়ে এবং যাবতীয় প্রয়োজনে ।

ক্যানাডার কিছু বাস্তব চিত্র

বাস্তব চিত্র ঃ ১

কাজ শেষে বিকেলে বাসায় ফিরছি। এলিভেটরে মা তার টিনএইজ ছেলেকে প্রশ্ন করছেন "তোমাকে স্কুল থেকে কেন বের করে দিয়েছে? তুমি নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছ। কি করেছ? অন্য কাউকে তো বের করে দেয়নি।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা হতে হতে আমার ফ্লোর এসে গেছে এবং আমি নেমে যাই। পরিবারটির একটু বর্ণনা দেয়া যাক। ভাই নাইট ক্লাবে কাজ করেন আর স্ত্রী লেখিকা, ছেলেটা মেয়েদের মতো লম্বা লম্বা চুল রেখেছে এবং পিছনে ঝুটি করেছে আর পড়েছে আর্মির প্যান্ট ও গেঞ্জি। যা হোক, কিছু দিন পরের ঘটনা। অন্য আরেকদিন বিকেলে কাজ থেকে বাসায় ফিরছি এমন সময় দেখি বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো এবং দুটো পুলিশ ঐ ছেলেটাকেই হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে লবি দিয়ে নিয়ে আসছে। তার চোখে মুখে কোন ভয়ের ছাপ নেই এবং সে খুবই স্বাভাবিকভাবে পুলিশের সাথে হেঁটে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন সে এরকম প্রায়ই যায়।

বাস্তব চিত্র ঃ ২

ডঃ আষাড়ের ছেলে প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। স্কুল শেষে সে একদিন হেঁটে হেটে বাসায় ফিরছে, হাতে তার স্কুলের রিজাল্ট শীট। আমার সাথে তার পথে দেখা, আমি তার বাবার বন্ধু হিসাবে খুব আগ্রহ করে তার রিজাল্ট শীটটা দেখতে চাইলাম। কিন্তু সে তার প্রতি উত্তরে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললঃ "It's not your business!" যা হোক, আমি নিজের কাছে খুব লজ্জিত হলাম এবং আমার ছোট বেলার কথা মনে পরে গেল। আমার বাবার বন্ধুদেরকেও আমরা অভিভাবক হিসাবেই মান্য করতাম। যাহোক এটাই এই দেশের কালচার, যার যার বিজনেস তার তার।

বাস্তব চিত্র ঃ ৩

ক্যানাডা-আমেরিকায় ইমিগ্রেশন কাগজ না থাকার কারণে অনেক ভাইদেরই দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয় স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য। যারা অবিবাহিত থাকেন তাদের সেই কারণে অনেক বেশী বয়সে বিয়ে করতে হয়। এমনই একটি ঘটনা। ভাইর বয়স ৪০, দেশে গিয়ে বিয়ে করে এনেছেন এক টিনএইজকে। যাহোক স্ত্রীকে ক্যানাডায় এনে হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন এবং ভাইজান দিন রাত নিজের ব্যবসা নিয়ে ১৮-২০ ঘন্টা ব্যস্ত থাকেন। স্ত্রীও নিয়মিত টিনএইজারদের মতো স্কুল করছেন। ঘটনা এখানেই শুরু। অন্যান্য টিনএইজরা যা করে বা ক্যানাডিয়ান হাইস্কুলের কালচার অনুযায়ী ভাইয়ের স্ত্রীও তাই করেছেন অর্থাৎ বছর না ঘুরতেই বাংগালী এক ক্লাসমেটকে বয়ফ্রেন্ড বানিয়েছেন। হাজবেন্ডের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে নিজ বেডরুমেই সময় কাটান। এভাবেই চলতে থাকে বেশ কিছুদিন। হাজবেন্ড কিছুই টের পান না। যা হোক, ঘটনা একদিন উদ্ধার করেন তারই এক আত্মীয়া। দেখুন, যে ছেলেটা এই ভাবীর বয়ফ্রেন্ড সে তো কোন বাবা-মায়ের সন্তান, যে বাবা-মা তার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য এই দেশে এসেছেন। তবে মনে রাখবেন, এই ধরনের ঘটনা এই দেশের আইন অনুযায়ী অবৈধ নয়, সবই বৈধ।

বাস্তব চিত্র ঃ ৪

আব্দুর রাজ্জাক ভাই সপরিবারে দীর্ঘ দিন ক্যানাডায় বসবাস করেন। তার ছোট ছেলে প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। একদিন সে পড়ে গিয়ে মুখে ব্যথা পেয়েছে এবং ব্যথার আঘাতটা মুখে দেখা যাচ্ছে। পরের দিন সে যখন স্কুলে গেছে তখন টিচাররা তাকে জেরা করেছে যে, তার বাবা-মা তাকে মেরেছে কিনা? সে নরমাল উত্তর দিয়েছে যা ঘটেছে। কিন্তু স্কুল তা বিশ্বাস করেনি এবং ইনভেস্টিগেশন অথরিটিকে জানিয়ে দিয়েছে। পরের দিন ইনভেস্টিগেশন অথরিটি থেকে লোক এসে আব্দুর রাজ্জাক ভাইয়ের বাসায় হাজির। তারা নানানভাবে আব্দুর রাজ্জাক ভাইকে জেরা করছে যে উনি উনার সন্তানকে মেরেছেন কিনা (like a criminal investigation)। যা হোক আব্দুর রাজ্জাক ভাই বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ইনভেস্টিগেশন অথরিটিকে বুঝিয়েছেন যে উনি প্রহার করেননি। দেখুন এটা এই দেশের আইন, আপনি আপনার সন্তানকে শাসন করতে পারবেনা না, তাই সতর্ক হোন।

বাস্তব চিত্র ঃ ৫

বাংলাদেশী পরিবারটি ক্যানাডায় এসেছেন মিডল ইষ্ট থেকে। খুবই সুখের সংসার তাদের, টাকা পয়সার কোন অভাব নেই। দুই ছেলে মেয়েকে মিডল ইষ্টএ ইসলামিক পরিবেশেই বড় করেছেন। ক্যানাডা এসে দুজনকেই জেনারেল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। ছেলেকে প্রাইমারী স্কুলে এবং মেয়েকে হাই স্কুলে। একসময় বাবা-মা দুজনেই কাজে ঢুকে গেছেন এবং দুজনেই দুজনের কাজ নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত। ছেলে-মেয়েদেরকে পর্যাপ্ত সময়ও দিতে পারেন না। যাহোক, ক্যানাডিয়ান কালচার যা, তাই ঘটেছে। কিছুদিন পরই মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড জুটে গেছে, এভাবে দুজনের ভালই কেটে যাচ্ছে। এই দেশীয় কালচারে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড যে কারো বাসায় লিভিংটুগেদার করতে পারে (অর্থাৎ মেয়ের বাসায় অথবা ছেলের বাসায়) আর এতে পরিবারের কেউ কিছু মনে করে না। কিন্তু আমাদের মুসলিম সোসাইটি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। যাহোক, মেয়েটা প্রায়ই অনিয়ম করে বাসায় ফিরে অর্থাৎ বয়ফ্রেন্ডের বাসায় একান্তে তারা সময় কাটায়। একদিন ছেলেটা মেয়ের বাসায় এসে হাজির এবং রাতে তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে থাকবে, বাসায় যাবে না। মেয়ের বাবা-মা তো রেগে আগুন, কিছুতেই তারা এই ছেলেকে তাদের মেয়ের সাথে রাতে ঘুমাতে দিবেন না। এ নিয়ে ছেলে-মেয়ে এবং বাবা-মায়ের মধ্যে তুমুল কথা-কাটাকাটি। অবশেষে মেয়ে পুলিশ কল করেছে, মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ এসে হাজির। পুলিশ পুরো ঘটনা শুনে মেয়ের বাবা-মাকে প্রথম বারের মতো মাপ করে দিয়েছে এবং উপদেশ দিয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের মেয়েকে প্রতি উইকেন্ডে তার বয়ফ্রেন্ডের বাসায় দিয়ে আসে তাদের একান্তে সময় কাটানোর জন্যে। এটাতেও অবাক হবেন না, এটাই এইদেশের আইন, আপনাকে সন্তান মানুষ করতে হবে আইনের মধ্যে থেকেই। তাই গভীরভাবে চিন্তা করুন।

৪০ টি প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করি

১) আপনি যখন কোন অন্যায় কাজ করে ফেলেন তখন কি আপনার খুব অনুশোচনা হয়? এবং তখন কি আপনার মনে হয় কেন এই কাজটা করলাম?
২) আপনার মন যখন কোন খারাপ কাজ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন কি আপনার বিবেক বাধা দেয়?
৩) আপনি যখন খুব বড় ধরনের কোন অপরাধ করে ফেলেন তার পর থেকে কি আপনি অপরাধ বোধে ভুগতে থাকেন?
৪) আপনার কাছে কি অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে হয়? যেমনঃ মিথ্যা কথা বলা, অহংকার করা, গর্ব করা, গীবত করা, পর নিন্দা-পর চর্চা করা, লোভ করা, সূদ দেয়া বা নেয়া, কাউকে ঠকানো, সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া, প্রতারণা করা, চোগলখুরী করা, অন্যের হক আদায় না করা, জেনা করা, মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি ।
৫) আপনার কি টিভি বা ইন্টারনেটে অশ্লীল মুভি বা পর্ণোগ্রাফী দেখতে ভাল লাগে?
৬) মুসলিম হওয়ার পরও কুরআনের ফরজ আইন পর্দা না করার কারণে কি আপনার নিজেকে অপরাধী মনে হয়?
৭) মুসলিম হওয়া সত্যেও নিয়মিত ফরজ নামাজ না পড়ার কারণে কি আপনার নিজেকে অপরাধী মনে হয়?
৮) সামর্থ থাকা সত্যেও প্রতি বছর আপনার উপর জাকাত ফরজ হওয়ার পরও ঠিকমতো তা আদায় না করে আপনি কি কোন অপরাধ অনুভব করেন?
৯) আপনার কি অবৈধ আয় বা সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিতে বিবেক বাধা দেয়?
১০) আপনার ফরজ হজ্জের দৈহিক-মানসিক-আর্থিক সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্জ করেন না । এজন্য কি নিজেকে অপরাধী মনে হয়?
১১) অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর পরবর্তিতে কি আপনার মন খারাপ হয়?
১২) আপনার কি বাজে বন্ধুদের সাথে চলাফেরা করতে ভাল লাগে বা তাদের আড্ডায় বসতে ভাল লাগে?
১৩) আপনার কি নাইট ক্লাবে যেতে এবং মদ খেতে ভাল লাগে?
১৪) আপনার কি হারাম লটো খেলতে ভাল লাগে?
১৫) আপনার কি পর পুরুষ বা পরস্ত্রীর সাথে গল্পগুজব বা আড্ডা দিতে ভাল লাগে?
১৬) আপনার কি বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করতে ভাল লাগে?
১৭) আপনার স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখতে কি আপনার ভাল লাগে? বা আপনার স্ত্রীকে অন্যে দেখুক সেটা কি আপনি চান?
১৮) আপনি যখন কোন দান-সদাকা করেন তখন কি আপনার গর্ববোধ হয়?
১৯) আপনার কি দান-সদাকা করতে খুব কষ্ট হয়?
২০) আপনার কি দ্বীন-ইসলামের পথে টাকা-পয়সা খরচ করতে খুব কষ্ট হয়?
২১) আপনি কি সবসময় নিজেকে অন্যের চাইতে জ্ঞানী মনে করেন?
২২) আপনি কি সবসময় নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করেন?
২৩) আপনার ডিগ্রি এবং অগাধ টাকা পয়সার কারণে কি আপনার দম্ভ প্রকাশ পায়?
২৪) আপনার যৌবন কালের অপরাধের কথা কি আপনার মনে পড়ে?
২৫) আপনি কি গরীবদের কম প্রাধান্য দেন আর বড়লোকদের বেশী গুরুত্ব দেন?
২৬) আপনি কি আপনার গরীব আত্মীয়স্বজনদেরকে সমাজে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন?
২৭) আপনার অর্জিত আয় কি শুধু আপনি নিজ এবং নিজ পরিবারের জন্যই বেশী ব্যয় করেন, না কি অন্যের জন্যও খরচ করেন?
২৮) আপনার কি অন্যের প্রশংসা করতে ভাল লাগে বা অন্যের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে? নাকি অন্যের প্রশংসা শুনলে আপনার গা জ্বালা করে?
২৯) অন্যের ভাল দেখলে কি আপনার ভাল লাগে, নাকি হিংসা লাগে?
৩০) অন্যের ক্ষতি দেখলে কি আপনার আনন্দ লাগে?
৩১) আপনি কি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ক্যারিয়ার, বাড়ি, গাড়ি আর ধন-দৌলত নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন?
৩২) আপনার ভাল কাজ কি আপনাকে আনন্দ দেয় আর মন্দ কাজ পীড়া দেয়?
৩৩) আপনার মন কি মসজিদের দিকে টানে বা মসজিদে বেশী বেশী সময় কাটাতে কি আপনার ভাল লাগে?
৩৪) কোন ইসলামী প্রোগ্রামে বসলে কি আপনার ভাল লাগে? নাকি একটু পরেই মন ছটফট করে উঠে যাওয়ার জন্যে?
৩৫) আপনি যখন নামাযে থাকেন তখন কি আপনার নামাযে মন বসে? নাকি কতক্ষনে নামায শেষ করবেন সেই চিন্তা থাকে?
৩৬) আপনি যখন সিজদায় থাকেন তখন কি আপনার খুব ভাল লাগে?
৩৭) আপনার কি সিজদায় দীর্ঘ সময় কাটাতে ভাল লাগে?
৩৮) আপনি যখন সিজদায় থাকেন তখন কি নিজের অপরাধের জন্য চোখের পানি বেরিয়ে আসে?
৩৯) লাশ দেখলে বা মৃত্যু সংবাদ শুনলে বা কবরের কাছে গেলে কি আপনার নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়?
৪০) আপনার অপরাধের জন্য যে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হতে পারে সেটা কি অপনার কখনো মনে হয়?

ভয়ের কিছু নেই

কিছু কিছু মৌলিক দুর্বলতা প্রতিটি মানুষের ভিতরে তার জন্মলগ্ন থেকেই থাকে, কিন্তু সেই দুর্বলতাগুলো থাকে সুপ্ত অবস্থায় । মানুষ যখন দিন দিন বড় হতে থাকে, তার ঈমানী দুর্বলতার কারণে সেগুলো ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকে । কিন্তু তার ভিতরের তাকওয়া মিশ্রিত মজবুত ঈমান তা করতে বাধা দেয় যার কারণে সে এগুলো থেকে বিরত থাকে । আর যার ভিতরে তাকওয়ার গভীরতা কম বা দুর্বল এবং নড়বড়ে ঈমাণের কারনে তার সেই সুপ্ত মৌলিক দুর্বলতাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রকাশ পায় । তাই আমাদের চরিত্র থেকে উপরের মৌলিক দুর্বলতাগুলো দূর করতে তাকওয়ার গভীরতা বাড়াতে হবে আর সেই তাকওয়া বাড়ানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে ঐ তিনটি পদক্ষেপ যা প্রথম পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারী ও পুরুষের চরিত্র কেমন হবে ?

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত মর্যাদায় ভূষিত করেছে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কতগুলো গুণের উপস্থিতিও ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য। এ গুণগুলোই তাদের পূর্ণ আদর্শবাদী বানিয়ে দেয় এবং এ আদর্শবাদ চিরউজ্জ্বল ও বাস্তবায়িত রাখতে পারলেই ইসলামের দেয়া সে মর্যাদা নারী ও পুরুষ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

"আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক – আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে – আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুর ইখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার অধিকার কোন মু'মিনের নেই। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৫-৩৬)

এই দীর্ঘ আয়াত থেকে যেসব গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সেসব গুণাবলী নর-নারীর মধ্যে বর্তমান থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে – তা এখানে খানিকটা ব্যাখ্যাসহ সংখ্যানুক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে, যেন আমাদের প্রিয় ভাই-বোনগণ সহজেই সে গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। আসুন এবার আমরা আমাদের নিজেরদের চরিত্রের সাথে উপরের আয়াতের সাথে মিলাতে চেষ্টা করি।

১) মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম স্ত্রীলোক। 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী, অনুগত, বাধ্য। আর কুরাআনী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য। ব্যবহারিকভাবে আল্লাহর আইন পালনকারী, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যা করতে বলেছেন তা করবো আরা যা করতে মানা করেছেন তা করবো না।

২) মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোক। 'মুমিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। আর কুরাআনী পরিভাষায় কুরআনের উপস্থাপিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নেওয়াই হচ্ছে ঈমান। এই অনুযায়ী মুমিন হচ্ছে সেই সব পুরুষ ও স্ত্রী, যারা কুরআনের উপস্থাপিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসী। মুসলিম-এর পরে মুমিন বলার তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার মানুষকে কেবল আল্লাহর বাহ্যিক আইন পালনকারী হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে তাঁর প্রতি মন ও অন্তর দিয়ে ঐকান্তিক বিশ্বাসী।

৩) আল্লাহর দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যাদের মন ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর বিধান পালনে সতত মশগুল।

৪) সত্য ও ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এর অর্থ সেসব লোক, যারা সর্বপ্রকার মিথ্যাকে পরিহার করে আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর হুকুম পালন করে চলে। ফলে তাদের আমলে কোনো প্রকার রিয়াকারী বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে না।

৫) সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। মূল শব্দ সবর অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করা। এখানে সেসব পুরুষ-স্ত্রীলোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর দ্বীন পালন ও তাঁর বন্দেগী অবলম্বন করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করে, তার ওপর দৃঢ় হয়ে অটল থাকে। শত বাধা-প্রতিকূলতার সঙ্গে মুকাবিলা করেও দ্বীনের ওপর মজবুত থাকে এবং কোনক্রমেই আদর্শ বিচ্যুত হয় না।

৬) আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা অন্তর, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছু দিয়ে আল্লাহর বিনীত বন্দেগী করে। মূল শব্দটি হচ্ছে 'খুশূয়ূন', অর্থ প্রশান্তি, স্থিতি, প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিনয়, ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ।

৭) দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে উদ্বৃত্ত মাল ও অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের দেয়।

৮) রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা আল্লাহর হুকুম-মুতাবিক রোযা রাখে, যে রোযার ফল হচ্ছে তাকওয়া পরহেযগারী লাভ এবং যার মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষভাবে ও তার জন্যে ধৈর্য ধারণের শক্তি অর্জন করতে পারেন।

৯) লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা নিজেদের লজ্জাস্থান অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে না– তাতে লজ্জাবোধ করে এবং নিজেদের লিঙ্গস্থানকে হারামভাবে ও হারাম পথে ব্যবহার করে না। ঢেকে রাখার যোগ্য দেহে– দেহের কোনো অঙ্গকে ভিন-পুরুষ বা স্ত্রীর সামনে উন্মুক্ত করে না।

১০) আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা আল্লাহকে কস্মিনকালেও এবং মুহূর্তের তরেও ভুলে যায় না, সে তার নিত্যদিনের কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা
আস্‌সালামুআলাইকুম

আমরা কোন সাহিত্যিক নই, আমরা Husband-Wife দুজন মুলত IT Professional। আমাদের লেখাগুলোতে ভাষাগত দুর্বলতা থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তবে আমরা অনেক কথাই লিখেছি যা সরাসরি practical oriented। না জানার কারণে আমরা অনেক মুসলিমরাই দ্বীন ইসলামকে আমাদের জীবন থেকে different entity হিসেবে দেখে থাকি। অর্থাৎ দ্বীন পালনের সাথে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, জীবন চালাবো নিজের ইচ্ছেমতো; আর যদি অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায় তাহলে অবসর সময়ে ইসলামের কিছু কাজ-কর্ম করবো অর্থাৎ এটি optional। মুসলিম সমাজের এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা এই পত্রিকাটির মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম এবং মানব জীবনের মধ্যে integration করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে পাঠিয়েছেন-ই দুনিয়া চালানোর জন্যে অর্থাৎ এই দুনিয়ায় আমি কিভাবে চলবো তা বলে দেয়া আছে দ্বীনের মধ্যে। আমাদের রাসূল (সাঃ) রান্নাঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সমস্ত কিছু নিজে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সেটাই হচ্ছে সঠিক দ্বীন।

আমরা আমেরিকা এবং ক্যানাডার পরিবারগুলোর পারিবারিক জীবন নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। কারণ গত নয় বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি যেসব পরিবার দেশে খুব সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছিলেন। ক্যানাডা-আমেরিকা আসার পর তাদের অনেকের পরিবারেই আজ অশান্তির ছায়া নেমে এসেছে। স্বামী একদিকে, স্ত্রী আরেক দিকে এবং সন্তানরা অন্যদিকে। কেউ কারো কথা শুনছে না, যে যার মতো চলছে।

ক্যানাডা-আমেরিকায় বেশির ভাগ বাবা-মায়েরাই এসেছেন সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে এই পাশ্চাত্য পরিবেশে পড়ে অনেক ছেলেমেয়েরাই পিতা-মাতার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যে সন্তানদেরকে শাসন করার কারণে সন্তান বাবা-মার বিরুদ্ধে পুলিশকে কল করেছে। আবার স্ত্রী পুলিশ কল করেছে স্বামীর বিরুদ্ধে বা স্বামী করেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেনঃ "মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।" আবার সূরা আত-তাগাবুন এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরষ্কার"।

দেখুন সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা কত কিছুই না করছি। আর সেই সন্তান যদি সত্যিকার অর্থে "মানুষ" না হয় অর্থাৎ "মুসলিম" না হয় তাহলে আমাদেরকে আখেরাতের ময়দানে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। এবং এই সন্তানই ঐদিন তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। তাই আমরা যেন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে one-way চিন্তা না করি।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে?" তাই একে অপরকে সতর্ক করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হ'ল সফলকাম।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৪) তাই মহান আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশকে পালন করতে গিয়ে এই প্রবাসে মুসলিম পরিবারগুলোকে সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে "দি মেসেজ" The Message নামে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছি। এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রবাসে মুসলিম পরিবারগুলোকে ইসলামের সঠিক পথ মনে করিয়ে দেয়া। আশা করি "দি মেসেজ"-এর প্রতিটি Issue এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

--- সম্পাদক ও সম্পাদিকা

শিশু শিক্ষা

আমার মেয়ের বয়স পাঁচ, টরন্টোর একটি প্রাইমারী স্কুলে কেজি টু'তে পড়ে। প্রতি সপ্তাহেই স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বয়স অনুযারী বিভিন্ন শিক্ষনীয় বই দেয়া হয় বাসায় পড়ার জন্যে। আমার মেয়ে গত মাসে একটা বই নিয়ে এসেছে যার মূল বিষয় বস্তু এবং শিক্ষনীয় বিষয়টা আমি বাংলায় অনুবাদ করে সংক্ষেপে আপনাদের জন্য তুলে ধরছি।

"পাঁচ বছরের একটি ছেলে এবং তার ক্লাশের আরো ১০ টি মেয়ে। ছেলেটা তাদের মধ্যে থেকে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছে কিন্তু মেয়েটা তা জানে না। সেই ছেলেটা নানা ভাবে আচার আচরণের মাধ্যমে তা মেয়েটার কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। কখনো ক্লাশে বা কখনো পার্কে বা কখনো break-এ সে মেয়েটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে সে তার প্রেমে পড়ে গেছে এবং সে তাকে ভাল-বাসে। সে তাকে গার্লফ্রেন্ড হিসেবে পেতে চায়।"

পুরো বইটাকে ডিজাইন করা হয়েছে প্রেমের গল্পের পাশা-পাশি নানা রকমের ছবি দিয়ে যাতে শিশুরা অতি সহজেই তার শিক্ষা সে শিখতে পারে। অবাক হবেন না, এটাই এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কালচার।

আপনারা সবাই জানেন সম্প্রতি ক্যানাডার পার্লামেন্টে একটি বিল উপাস্থাপিত হয়েছে যে, প্রস্তাবটি হচ্ছে গ্রেড থ্রি থেকে গে-লেসবিয়ান শিক্ষা তাদের পাঠ্য সিলেবাসে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ ছেলে-ছেলে সেক্স এবং মেয়ে মেয়ে সেক্স তা গ্রেড থ্রি থেকেই শিখানো হবে।

আপনি কি একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন যে, আমাদের সন্তানেরা শিশু বয়স থেকেই কি চিন্তাধারা নিয়ে বেড়ে উঠছে? ওরা কি শিক্ষা পাচ্ছে?

আপনি-আমি কি সচেতন হবো না? আমরা কোনদিনই এই সন্তানকে দোষ দিতে পারবো না। কারণ তাদেরকে সঠিক পথে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আসুন এ ব্যাপারে বাস্তবতার কথা চিন্তা করে প্রাকটিক্যাল পদক্ষেপ নেই।

--- আবু জারা

মুসলিমদের মাঝে একতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন অটুট রাখার এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি না করার প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল আল্লাহ মনোনীত একটি মাত্র ধর্ম হিসেবে যাতে মানুষ আল্লাহ ও তার রাসুল মুহাম্মদের (সঃ) প্রদর্শিত সরল পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) একই প্রথায় একই নিয়মবিধি মেনে পালন করতে পারে, জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতের জীবনেও সাফল্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেছেনঃ মুসলিমগণ এক জাতি, তারা পরস্পর ভাই ভাই (সূরা হুজুরাতঃ ১০)। তোমরা বিভিন্ন মত ও পথ সৃষ্টি করো না, বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহর রাসুলও তাই বলে গেছেন।

কিন্তু বাস্তব চিত্র কি? বাস্তব হলো পৃথিবীময় মুসলিমগণ আজ নানা মতে, নানা দলে বিভক্ত, নানা মাজহাব/ফির্কার ছড়াছড়ি দেশে দেশে- শিয়া, সুন্নী, তবলীগী, বাহাই, সুফী, কাদিয়ানী, হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী, হান্‌বালী, সালাফী, আহমাদিয়া, আহলে হাদীস এবং আরো কতো কি! প্রত্যেকেরই দাবি হলো একমাত্র তারাই আল্লাহর ইবাদতের সঠিক পথ অনুসরণ করছে, অন্যেরা নয়।

এবার চলুন একবার কুরআন-হাদীসের দিকে তাকাই যাতে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারি। সারাটি কুরআনেই সঠিক পথের সন্ধান ছড়িয়ে আছে। তথাপি সুরা আনআম (৬) এর ১৫১ এবং ১৫২ নম্বর আয়াতে মুসলিমদের প্রতি তাদের করণীয় নানা বিষয়ের ওপর আবার আদেশ দেয়ার পর আল্লাহ বলেনঃ

১) আয়াত ১৫৩ অর্থঃ এবং এই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এপথই অনুসরণ করবে, বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে সেটা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যাতে তোমরা সাবধান হও।

২) সূরা আলে ইমরান (৩) ঃ ক) আয়াত ১০১ অর্থঃ কেহ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে।

খ) আয়াত ১০৩ অর্থঃ তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু (rope/chain) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [এই রজ্জু হলো কুরআন]

গ) আয়াত ১০৫ অর্থ ঃ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৩) সুরা রূম (৩০), আয়াত ৩১ ঃ মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। আয়াত ৩২ যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।

৪) সূরা আনআ'ম (৬)ঃ আয়াত ১৫৯ অর্থঃ নবী মুহম্মদকে (সঃ) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেনঃ যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়। তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত। আল্লাহ তাদিগকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।

মন্তব্যঃ উপরের আয়াতগুলোর পূর্ববর্তি আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ ইহুদি এবং খৃষ্টানদের) মাঝে মতভেদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তার সর্বশেষ আহলে কিতাব অর্থাৎ মুসলিমদের অবহিত করে দিচ্ছেন যে দ্বীনে দলাদলি আল্লাহর অপছন্দ, সুতরাং বর্জনীয়।

৫) মুসলিমদের জামাতবদ্ধ হয়ে চলার নির্দেশ রাসূলুল্লাহও দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর একটি হাদীসের সারমর্ম এই রকমঃ তোমরা জামাতবদ্ধ হয়ে চলবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। ভেড়ার দলের দলছুট ভেড়াটিকে যেমন নেকড়ে বাঘ একা পেয়ে খেয়ে ফেলে তেমনি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হলে শয়তান ও ইসলামের শত্রুরা তোমাদের একতাহীনতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে।

৬) অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, তাঁর উম্মাহ (অর্থাৎ মুসলিমগণ) সময়ের প্রবাহে ৭৩টি ফির্কা বা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং শুধু সেই দলই জান্নাতের আশা করতে পারে যারা কুরআন ও তাঁর সহী তরিকার উপর অটল থেকে ইবাদত করে যেতে পারবে। (মুসলিম এবং আবু দাউদ)

বর্তমানে আমাদের মাঝে এতোই দলাদলি বা মতভেদ যে আমরা মূল ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে এসেছি এবং স্পষ্টতই আমরা মুসলিমরা সেই ৭৩ ফির্কার যুগে পৌঁছে গেছি বলা চলে। কিন্তু এই ভেদাভেদতো জাহান্নামের রাস্তা, জান্নাতের নয়। এখন আমাদের উচিৎ সহী তরিকার সন্ধান করা এবং সেই মত আমল করা। এটা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব কারণ ইবাদত-বন্দেগীতো শুধু নিজেরই শান্তি ও মুক্তির জন্য। নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা করে গড়ে তোলার জন্য, মুত্তাকি হওয়ার জন্য যাতে আল্লাহ খুশি হয়ে আমাদের জান্নাতে স্থান দেন, জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখেন। তবে সে জন্য চাই ফির্কা ও মাজহাবী তরিকা পরিত্যাগ করে সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধান যা পাবো আমরা কুরআন ও সহী হাদীস থেকে। চলুন আমরা মজবুত ঈমান নিয়ে মুসলিম হই এবং কুরআন ও সহী হাদীস পাঠ করতে থাকি এবং সেই জ্ঞানের আলোকে ইবাদতে নিমগ্ন হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

---- *Sayedul Hossain*

Toronto Islamic Centre - At a Glance

CURRENT SERVICES

- Da'wah for our Non-Muslim Friends
- Islamic Reference & Public Library
- Weekend Islamic School to learn Islamic Science
- Youth and Family Counseling
- Quran & Arabic Language Classes for kids/adults
- Marriage Registration
- Food Bank for poor Muslims in Canada
- Relief for poor countries
- IT Consultation
- Orphan Sponsorship Program
- Settlement services to new Immigrants
- Non-Profit Books & DVD Service
- Iftar & dinner programs in the month of Ramadan
- Taraweeh & Qiamul-lail in the Ramadan
- Eid/Ramadan Gift for Non-Muslims & Muslims
- Shahadah Package/Gift for Converted Muslims
- Five Times Salah and Jumuah

আপনি কি চান এই পাশ্চাত্যে আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আপনি কি চান এই প্রতিকূল পরিবেশে আপনার সন্তানের আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি হোক? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

-- 575 Yonge Street --
www.TorontoIslamicCentre.com

UPCOMING PROJECT PLAN

- Shelter for New Muslims
- Education for New Muslims
- TV and Radio Channel for Da'wah
- Biggest Islamic Library in Canada
- Al-Quran Research Institute
- Islamic School and College
- Human Resource Centre
- Islamic Cyber Café
- Muslim Day Care
- Funeral Services
- Gym and Indoor Games Facilities

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম।

আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার–আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

"দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com